দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বোর্ড থেকে মওদূদীবাদীদেরকে অপসারণ করুন

-ইসলামী নেতৃবৃন্দ

ইনকিলাব রিপোর্ট

বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয় থেকে ভ্রান্ত মওদূদীবাদীদের অপসারণের দাবী করেছেন। তারা বলেন, অন্যথায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভ্রান্ত মওদূদী আকিদা দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। একই কারণে চক্রান্ত হয়েছে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বোর্ড থেকে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠা ও কওমী সনদের স্বীকৃতি নিয়ে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান ও সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী একযুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে চাকরিরত ভ্রান্ত মওদূদী আক্বিদায় বিশ্বাসী জামায়াতপন্থীদের অপসারণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বিগত জোট সরকারের স্বজনপ্রীতির সুযোগে ইসলামের নামে ধোকাবাজ মওদূদীপন্থী জামায়াত সমর্থকরা শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেয়ে সঠিক ধর্মীয় আক্বিদায় বিশ্বাসীদের ইসলাম বিদ্বেষী বিতর্কিত মওদূদীপন্থী বানাচ্ছে। এরা ইতোমধ্যেই শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের সম্পর্কে মিথ্যা, অপবাদমূলক লেখা অন্তর্ভুক্ত করে সরল বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে।

তারা কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী মওদূদীদের বিতর্কিত সকল বই-পুস্তক নিষিদ্ধ এবং তাদের লেখা সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া, সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তাদেরকে অপসারণের দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় সাধারণ মানুষ ইসলামী সঠিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে। এদের ষড়যন্ত্রের কারণে শিক্ষার্থীরা সময়মত পাঠ্যপুস্তক পেতে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। এটা তাদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতারই ফসল।

ইসলামী বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টের আহবায়ক আবদুল হান্নান আল হাদী বলেছেন, বিগত দুই দলীয় জোট সরকারের আমলে ভ্রান্ত আকিদাপন্থী জামায়াতে ইসলাম সরকারের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে মওদূদী অনুসারীদের অধিষ্ঠিত করে প্রশাসনকে প্রায় জিম্মি করে ফেলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডে জামায়াত একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে জামায়াতী মওদূদীবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভূমিকা গ্রহণ না করে জামায়াতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তিনি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মওদূদীবাদীদের সরিয়ে শিক্ষার মত আটক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানকে মওদূদীবাদমুক্ত করে সঠিক ধারার শিক্ষার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরীর আহবান জানান। তিনি বলেন, অন্যথায় জনগণ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও একই দোষে দোষী সাব্যস্ত করবে।

খেলাফত ছাত্র আন্দোলনের এক জরুরী বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের মাদরাসার ছাত্রদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী যায় প্রান্তে পৌছার পর যাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতিও পাইনি এ সকল ভ্রান্ত মওদূদীবাদীদেরকে শিক্ষা বোর্ড মন্ত্রণালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গন থেকে উৎখাত করতে হবে এবং আগামী নির্বাচনে ছাত্র-জনতা জামায়াতকে ঘৃণার সাথে বয়কট করবে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড মন্ত্রণালয় এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মওদূদীপন্থীদেরকে অপসারণ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

খেলাফত ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী বৈঠকে একথা বলা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুলতান মহিউদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দীন ফারুকি, জিহাদ প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিদ্দীকুর রহমান, তাবলীগ নায়েব নজরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় নেতা হাফেজ ইলিয়াছ।